মাপনী চোঙ

সরোজ দেবনাথ

মাপনী চোঙ এর মত প্রেমটাও যদি ঘনীভুত হতো,
কাঁচের জারের মধ্যে স্বপ্নের মতো এক-এক করে আবদ্ধ
করে রাখতাম। আর যেদিন উপছে পড়তো, হয়তো তখন
তাকে ভালোবাসা বলতাম। হয়তো বলতে পারতাম যে
টেবিল ক্লথ'টা কি করে দিন-দিন রং পাল্টাচ্ছে !

কার্নিশে রোদ পড়লে এখন আর স্বস্তির
চোখ নিয়ে দেখা হয় না। তুমি আসবে, এমন
কোনো বার্তা নেই। শহর-গ্রাম-পল্লী আর সেই
সুদূর মাঠখানা, যার ওপারের আকাশ জুড়ে গল্প
হতো আমাদের; সেইগুলো এখন দিনের মাঝে
দেখা স্বপ্নের ভাঁজে আর নেই, শীতের চাদরে তুমি
আর নেই হয়তো, মনের আদরে তুমি আর নেই
হয়তো !

একটা মানুষ হাজার বিরক্তির পরও চোখ ফেরাতে
পারেনি। কখনো কখনো বুঝে পাই না, রাগ আটকে রাখলে
আদর হয়, কি জানি কে বলেছিলো ? তোমার পুরো হাত
নিয়ে তাকে ভিড়ের মাঝে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রাখিনি
কখনো। কিন্তু আজ একা এখানে বসে, খুব ইচ্ছে করছে,
জানো !

সন্ধ্যে হলো, স্ট্রিট লাইট আসতে না-
আসতেই যেন রাত নিজের পায়ের ছাপ
ফেললো। বুঝতে পারলাম, এখন সময় হয়েছে
মাঝি নিজের বাড়ি ফিরবে। হয়তো দু'মুঠো ভাত
নিয়েই 'হা' করে বসে থাকবে তার গিন্নি। ফিরতে
না ফিরতেই সাংসারিক ঝগড়া বাঁধাবে। বুঝি,
বলবার জো তেমন কিছু নেই ওর কাছে,
সারাদিনের একরাশ অপেক্ষা ছাড়া আর
কিছুইতো সে করেনি।

আর তাতে ভ্রুকুটি না করেই হয়তো নাবিক গল্প
জুড়বে সারাদিনের জোয়ার-ভাটার। কেমন করে দিনের
প্রখর রোদ্দুরে সমুদ্রের বিশাল হাওয়া ওকে বাঁচিয়েছে।
আর বিকেল হতে না-হতেই পূব আকাশে চাঁদ আর
পশ্চিম সূর্য দেখে বুঝতে পারলো যে ওর বাড়িতেও এক
চাঁদ ওর অপেক্ষা করছে।

কখনো স্বপ্ন দেখেছেন আপনারা ? কখনো
মিথ্যে অপবাদ গুছেনি তো ! কখনো হিসেব
কষতে বসে প্রেমের কথা ভেবেছেন ! যখন

হিসেবে একদিকে সতেজ সজাগ দিনগুলো আর
অন্যদিকে মনকেমনের রাতগুলো রেখে
হিসেবটা ঠিক মিলছিল না। তখন হঠাৎ কাউকে
প্রাণপনে চেয়েছেন ? কারো বুকে মাথা ঠেকিয়ে
সব দুঃখ ভুলে যাওয়ার ভান করেননি বুঝি !

অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারেনি এখনো সেই ঝর্ণা।
আঁচরে পড়ছে বড় বড় পাথরে। খুব লাগছে বোধ হয়।
কেউ আটকে রাখতে পারেনি বুঝি। থাকুক না সে
পাহাড়ের চূড়ায়, কারো সাথে ঘর বাধুক। সূর্যের প্রথম
কিরণ সে আটকে রেখেদিক। ওর আবদারে মেঘেরা বাসা
বাঁধুক। উড়ে যাক পায়রা'রা, জানান দিক আকাশ।

আজ অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারছে না
আমার কলমের শিসখানা। সাদা কাগজে নীল
দাগ, কেন সে তোমায় ছুঁতে চাইছে। কেন
অবসাদ কাটিয়ে উঠতে পারছে না এই
মুখোশখানা। লোকজন এখন চট করে বলে
ফেলে আমি নাকি খুব রাগী হয়েছি। তুমি বলো !

* * *